প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ১

ভূমিকা

প্রিয় শ্রোতা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের বক্তৃতার সিরিজে আপনাকে স্বাগত। আমি সাধারণ বিশ্বাসসূত্র এবং প্রৈরিতিক* বিশ্বাসসূত্রের ভূমিকা দিয়ে শুরু করব।

"বিশ্বাসসূত্র" শব্দটি শুনতে আকর্ষণীয় নয়। বিশ্বাসসূত্র, তত্ত্ব, ধর্মমত, স্বীকারোক্তি এবং প্রশ্নোত্তর, বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় নয়। অনেকে বলে, "কথা নয়, কিন্তু কাজ। আমরা যা স্বীকার করি বা বিশ্বাস করি তার উপর নয়, বরং এই পৃথিবীতে আমরা যা করি তার উপর এটি প্রবাহিত"। তবুও প্রথম খ্রীস্টবিশ্বাসীরা মতবাদকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গণ্য করেছিলেন, কারণ পঞ্চাশত্তমীর পর আমরা মণ্ডলীর বিষয়ে পড়েছি, "আর তারা প্রেরিতদের মতবাদে অবিচল ছিল" (প্রেরিত ২:৪২)। এবং ঠিক সেটাই আমরা করতে চাই।

আপনি যখন 'প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র' নামটি পড়বেন, তখন হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র কী? আপনি হয়তো এটাও জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বিশ্বাসসূত্র কী? প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র আমাদেরকে যীশু খ্রীস্টের প্রেরিতদের কথা মনে করায়। প্রেরিতেরা যদি আমাদের সাথে এখন থাকতেন, তাহলে বর্তমান মণ্ডলীর কাছে সেটা কতখানি উৎসাহের বিষয় হত, কিন্তু তারা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র আছে, যা প্রেরিতদের শিক্ষা ও তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এক স্বীকারোক্তি।

"ক্রীড" একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ "আমি বিশ্বাস করি"। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র হল এক স্বীকারোক্তি, যেখানে বিশ্বাসীরা বলেন, "এটাই আমি বিশ্বাস করি", এবং যার দ্বারা মণ্ডলীও সেটি বিশ্বাস করার কথা বলে। এটিকে মতবাদীয় ভাষায় বলতে গেলে, ঈশ্বর ও পরিত্রাণ সম্পর্কে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা যা বিশ্বাস করেন, তার বৈধ ও মৌলিক বিবৃতি হল বিশ্বাসসূত্র। বিশ্বাসসূত্র হল বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং খ্রীস্টিয় তত্ত্বের সারমর্ম। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র হল এমন এক সংক্ষিপ্ত বিশ্বাসসূত্র বা স্বীকারোক্তি, যেটিতে মাত্র ১১৩টি শব্দের দ্বারা খ্রীস্টবিশ্বাসের মূল সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের সবচেয়ে প্রাথমিক বিবৃতি।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র এক প্রাচীন বিশ্বাসসূত্র, এমনকি খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর প্রাচীনতম ধর্মীয় দলিল। এটি আমাদেরকে খ্রীস্টবিশ্বাসের প্রথম দিনগুলিতে নিয়ে যায়। প্রথম মণ্ডলীতে নতুন বিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য কিছু বিশ্বাস স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ছিল। মণ্ডলী বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, যারা প্রকৃতই খ্রীস্টবিশ্বাসে এসেছিল, তাদের চিহ্নিত করার জন্য তার (মণ্ডলীর) কিছু উপায়ের প্রয়োজন ছিল। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি ছিল, "কে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারে?" এবং "বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য কীসের প্রয়োজন?" প্রেরিত ৮:৩৭ পদে আমরা পড়ি, ফিলিপ চেয়েছিলেন যে, বাপ্তিস্ম নেওয়ার আগে নপুংসক যেন সুসমাচারের প্রতি তার বিশ্বাস স্বীকার করেন। ফিলিপ তাকে বলেন, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি আপনি বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারেন। নপুংসক উত্তর দেন, "যীশু খ্রীস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি"। তার স্বীকারোক্তির পর তিনি ফিলিপের দ্বারা বাপ্তাইজিত হন। এটি খ্রীস্টিয় মণ্ডলীতে নিয়ম হয়ে ওঠে। বিশ্বাস স্বীকারোক্তি ছাড়া কখনই বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়নি। বাপ্তিস্ম নেওয়ার আগে নপুংসককে যেমন বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করতে হয়েছিল, তেমনভাবে অন্যান্য যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেও প্রকাশ্যে খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করতে হয়েছিল। সমস্ত খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর জন্য এটি বাধ্যতামূলক ছিল।

এছাড়া, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম সম্পাদিত হত। বাপ্তিস্ম গ্রহণের আগে, বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীদেরকে সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বর, উদ্ধারকর্তা পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্রীকরণকারী পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করতে হত। নতুন বিশ্বাসীদের জন্য বিশ্বাসের এই বাধ্যতামূলক ঘোষণাটি, বিশ্বাসের আরও কিছু নিয়মের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। সেগুলি বাপ্তিস্মমূলক স্বীকারোক্তি হিসাবে সম্পাদিত।

দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্রীস্টিয় মণ্ডলীতে ইতিমধ্যেই বিশ্বাসের কিছু নিয়ম ছিল, যেগুলি বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। তারা ত্রিত্ব মতবাদের উপর জোর দিয়েছিল এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সম্পর্কে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা কী বিশ্বাস করত, তা স্বীকার করেছিল। খ্রীস্টের পরে, ১০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, রোমীয় মণ্ডলীর কাছে কিছু ধর্মীয় বিবৃতি ছিল, যেগুলি বাপ্তিস্মের সময়ে ব্যবহৃত হত। সেগুলি পরবর্তী সময়ে গৃহীত প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের বারোটি অনুচ্ছেদের মতো প্রায় একই ছিল।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র নামটি একটু বিভ্রান্তিকর। কারণ 'প্রৈরিতিক' নামটি ব্যবহার করা হলেও, বারোজন প্রেরিতের কারোর দ্বারা এটি লেখা হয়নি। কথিত আছে, পরজাতিয়দের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরিতেরা জেরুশালেম থেকে ছড়িয়ে পড়ার আগে, তারা প্রত্যেকে একটি করে বিশ্বাসের নিবন্ধ লিখেছিলেন। এর দ্বারাই বোঝা যায় কেন প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে ১২টি নিবন্ধ রয়েছে, এবং কীভাবে এটি অস্তিত্বে এসেছে। তবে এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। এটি নিছকই কথিত, কোনও সত্যের উপর ভিত্তি করে নয়।

বিশ্বাসের প্রাথমিক নিয়মগুলি, সময়ের সাথে সাথে, ধাপে ধাপে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেটিকে আমরা বর্তমানে জানি। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের তত্ত্বটি প্রথম মণ্ডলীতে শিক্ষার্থী বিশ্বাসীদেরকে (যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হত) শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। সেইজন্য প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র কোনও ধর্মীয় সভার ফলাফল নয়, কিন্তু প্রথম মণ্ডলীর খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জীবন ও অভ্যাস থেকে উদ্ভূত। এই বিষয়টি আমাদেরকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয় যে, ধর্মীয় সভা ও সম্মেলনগুলি এই বিশ্বাসসূত্রকে খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর সাধারণ স্বীকারোক্তি হিসাবে গ্রহণ করার আগে থেকেই প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের অস্তিত্ব ছিল।

কোনও ধর্মীয় সভা, পোপ বা কোনও বিচারপতির দ্বারা প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রকে মণ্ডলীর উপরে চাপানো হয়নি। পরিবর্তে, এটি প্রেরিতদের শিক্ষা এবং প্রথম খ্রীস্টিয় মণ্ডলীগুলির অভ্যাসের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটি অস্তিত্বে এসেছিল। মণ্ডলীর হৃদয় থেকে এটি উদ্ভূত হয়েছিল। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র, স্থানীয় মণ্ডলীগুলিকে খ্রীস্টের দেহের সদস্য হিসাবে যুক্ত করেছে। নাম হিসাবে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র সহজে তুলে ধরে যে, এই নিবন্ধগুলি প্রেরিতদের শিক্ষার অনুরূপ।

কিছু কিছু মণ্ডলী এবং গোষ্ঠী, বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তির বিরোধিতা করে থাকে। এদের মধ্যে পেণ্টিকোস্টাল মণ্ডলী, ক্যারিসম্যাটিক মণ্ডলী, অ্যাসেম্বলি অভ্ বিলিভার্স, এবং অন্যান্য সুসমাচার প্রচারধর্মী মণ্ডলীগুলির কথা মনে পড়ে। তারা বেশ দৃঢ়ভাবেই সমস্ত বিশ্বাসসূত্র এবং নিয়মের বিরোধিতা করে থাকে, যা বিভিন্ন ধর্মীয় সভাগুলির দ্বারা মণ্ডলীর উপরে চাপানো হয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, স্বীকারোক্তি এবং বিশ্বাসসূত্রগুলি মানুষের তৈরি, সেইজন্য সেগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত। তাদের স্লোগান হল, "কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু বাইবেল। কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু খ্রীস্ট। কোনও তত্ত্ব নয়, কিন্তু প্রভু"। তারা বলে, "বাইবেল আমার বিশ্বাসসূত্র, এবং খ্রীস্ট আমার স্বীকারোক্তি"। এই বিবৃতিগুলিতে একটি সত্য রয়েছে, যা অনুকরণের যোগ্য। আমরাও এই চিন্তার সাথে মনেপ্রাণে একমত যে, তত্ত্ব ও জীবনের অভ্যাসের একমাত্র কর্তৃত্বকারী হিসাবে বাইবেলের জায়গায় অন্য কিছুকে স্থান দেওয়া যায় না। আমরা এ নীতির সাথেও একমত যে, কোনও কিছুই খ্রীস্টের স্থানে বসতে পারে না। পিতরের কথানুযায়ী, আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোনও নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে (প্রেরিত ৪:১২)।

কিন্তু সমস্যা হল, যখন কারও কাছে কোনও বিশ্বাসসূত্র বা স্বীকারোক্তি থাকে না, তখন অনেকেই বাইবেলসম্মত নয় এমন ধারণা পোষণ করে থাকে। খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর কাছে বিশ্বাসসূত্র থাকা

বাইবেলসম্মত। বাইবেল, বিশ্বাসসূত্র সম্বন্ধীয় বিবৃতি ও স্বীকারোক্তিতে পূর্ণ। আসলে আমরা ইতিমধ্যেই পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসসূত্রের সম্মুখীন হয়েছি। দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ পদে আমরা ইস্রায়েলীয়দের স্বীকারোক্তি পড়ে থাকি: " হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু"। বাস্তবিকভাবে এটা এক বিশ্বাসসূত্র এবং যিহূদীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্বাসসূত্র, কারণ এই বিশ্বাসসূত্রটি ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্রতাকে স্বীকার করে। এছাড়া, নতুন নিয়মেও বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। সুসমাচারের লেখনীগুলি যীশু খ্রীস্ট ও পরিত্রাণের পথের বিষয়ে সাক্ষ্যে পূর্ণ। যোহন ৩:১৮ বলা হয়েছে, যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, "যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই"। আমরা যীশুর নিজের সাক্ষ্যও পড়ে থাকি, তিনি বলেছেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (যোহন ১৪:৬)। আমরা পিতরের স্বীকারোক্তির বিষয়েও চিন্তা করতে পারি, "আপনিই খ্রীস্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"। ১তীমথি ৩:১৬ পদে আর একটি পুরাতন বিশ্বাসসূত্র নথিবদ্ধ আছে: "আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্বসম্মত, যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হইলেন, দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন"। প্রেরিত ৮:৩৭ পদে আমরা ইথিওপিয়ার নপুংসকের স্বীকারোক্তি পড়ে থাকি, "যীশু খ্রীস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা আমি আমি বিশ্বাস করিতেছি"। যারা বাপ্তিস্ম নিতে ইচ্ছুক ছিল, তাদের সকলকেই এই ধর্মীয় স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ছিল। ফিলিপীয়দের প্রতি লেখা পত্রের ২ অধ্যায়ে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসসূত্রের বিষয়ে দেখতে পাই, যেটি ইতিমধ্যেই নতুন নিয়মের খ্রীস্টবিশ্বাসীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। প্রেরিতেরা খ্রীস্টকে এভাবে সম্বোধন করেছিল, "ঈশ্বরের সমরূপ হয়েও তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান মনে করলেন না: কিন্তু নিজেকে শূন্য করলেন, দাসের রূপ নিলেন, এবং মানুষের সাদৃশ্যে জন্মিলেন: এবং আকারে-প্রকারে মানুষ হয়েও তিনি নিজেকে অবনত করলেন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ থাকলেন"।

খ্রীস্ট সম্পর্কে এই অনুপ্রাণিত বিবৃতিগুলি গান হিসাবে মণ্ডলীতে ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলি ছিল স্তবের বিশ্বাসসূত্র, যা কিছু বিশ্বাস করা হয়েছিল সেগুলির স্তোত্রমালা। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে সেগুলি পাঠ করা হত, এমনকি বর্তমানে কিছু কিছু মণ্ডলীতে এখনও প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র স্বীকার করা হয়। প্রথম শতাব্দীতে রোমীয় রাজ্যপালের দ্বারা এটি নথিবদ্ধ হয়েছে যে, খ্রীস্টবিশ্বাসী হল তারা, যারা রবিবারে তাদের ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান-প্রার্থনা করার জন্য সন্ধ্যাবেলায় মিলিত হত।

প্রেরিত পৌল, খ্রীস্টবিশ্বাসের কিছু প্রাথমিক উপাদানের প্রতি বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি করিন্থীয় মণ্ডলীকে তিরস্কার করেছেন, "হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে সেই সুসমাচার জানাইতেছি, যে সুসমাচার তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি, যাহা তোমরা গ্রহণও করিয়াছ, যাহাতে তোমরা দাঁড়াইয়া আছ; আর তাহারই দ্বারা, আমি তোমাদের কাছে যে কথাতে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা যদি ধরিয়া রাখ, তবে পরিত্রাণ পাইতেছ; নচেৎ তোমরা বৃথা বিশ্বাসী হইয়াছ"। এর পরে খ্রীস্ট সম্বন্ধে এক সত্যের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে: "ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে খ্রীস্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবরপ্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন"। এটি একটা বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তির মতো শোনায়, যা খ্রীস্টিয় মণ্ডলী যীশু খ্রীস্ট সম্পর্কে যা বিশ্বাস করেছিল, তা প্রকাশ করে।

প্রথম খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তি ছিল। "যীশুই প্রভু!" এই স্বীকারোক্তি ছিল প্রাচীন বিবৃতিগুলির মধ্যে একটি, যা প্রথম খ্রীস্টবিশ্বাসীদেরকে সংযুক্ত রেখেছিল। তারা যীশুকে সমস্ত কিছুর উপরে প্রভু হিসাবে স্বীকার করেছিল। তারা যীশুকে মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র, পরিত্রাতা, এবং মৃত্যুর উপর বিজয়ী নামে ডাকত। প্রথম খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে মাছের একটি চিহ্ন ছিল, যেটিকে "ইখতুস" বলা হত। মাছের গ্রিক শব্দ হল ইখতুস। এই শব্দের অর্থ এই গ্রিক শব্দের অক্ষরগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সেগুলি হল: যীশু, খ্রীস্ট, ঈশ্বর, পুত্র এবং পরিত্রাতা। এটির মাধ্যমে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে, ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে, এবং পরিত্রাতা হিসাবে বিশ্বাস করার স্বীকারোক্তি

করেছিল। এটা ছিল স্বীকৃতির এক চিহ্ন। যখন কেউ মাছের ছবি আঁকত, তখন অপর ব্যক্তি বুঝে নিত যে, সে একজন খ্রীস্টবিশ্বাসীর সাথে কথা বলতে চলেছে। তাড়নার সময়ে এটা ছিল একে-অন্যকে চেনার চিহ্ন। এছাড়া যীশু সম্পর্কে তারা কী বিশ্বাস করত, তার স্বীকারোক্তি হিসাবেও এটি কাজ করত।

খ্রীস্টবিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির জন্য সবসময় নির্দিষ্ট কিছু বিবৃতি ব্যবহার করত। যখন কেউ আপনাকে আপনার বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি তখন সেটির উত্তর আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত পাঠ করে দেন না। পরিবর্তে সমগ্র বাইবেলের শিক্ষাকে আপনি সংক্ষিপ্তসার করে বলেন। ঠিক এইভাবেই আমরা আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি সমগ্র জগতের কাছে তুলে ধরি। একজন বিশ্বাসী কাকে এবং কী বিশ্বাস করে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট বিবৃতি না দিলে জগতের কাছে সাক্ষী হতে পারে না। প্রত্যেকেই তাদের অর্থ প্রকাশের জন্য বিবৃতি ব্যবহার করে থাকে – একইভাবে খ্রীস্টবিশ্বাসীরাও। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ চিৎকার করে বলে, "কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু খ্রীস্ট। কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু বাইবেল", তারাও কিন্তু আসলে একটা বিশ্বাসসূত্র আওড়ায়। এই ধরনের বিবৃতিগুলি তখন আপনাদের বিশ্বাসসূত্রে পরিণত হয়।

বিশ্বাসসূত্র, স্বীকারোক্তি এবং প্রশ্নোত্তর যুবক-যুবতীদেরকে নির্দেশদানের জন্য এবং জগতের কাছে আমাদের সাক্ষী হওয়ার জন্য খুবই মূল্যবান। কোনও একসময় একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী তার ছোট মেয়েকে নিয়ে, একজন অবিশ্বাসীর সাথে প্রার্থনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনা কী, তিনি সেই বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তা বোঝানোর জন্য সঠিক শব্দ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেই অবিশ্বাসীটি জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিলেন, "প্রার্থনা কী; কোন বিষয় এটাকে এত বিশেষ করে তোলে?" তখন ছোট্ট মেয়েটি প্রশ্নোত্তর থেকে যা শিখেছিল, সেখান থেকে একটি অংশ উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করে, "প্রার্থনা হল, আমাদের পাপের স্বীকারোক্তি এবং ঈশ্বরের দয়াকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে, আমাদের ইচ্ছাগুলিকে ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য হিসাবে উৎসর্গ করা, যেন খ্রীস্টের নামে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তা হয়"। প্রশ্নোত্তরের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক, কারণ সেটির দ্বারা প্রার্থনা কী, তা এই মেয়েটি বলতে শিখেছিল।

বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি যদি বিশ্বাসের জ্ঞান ও পরিত্রাণের অভ্যাসের জন্য বাইবেলের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে, এবং শাস্ত্রের পর্যাপ্ততাকে সরিয়ে রাখত, তাহলে সেগুলির প্রতি আপত্তি করা বৈধ। যে সমস্ত স্বীকারোক্তি এবং বিশ্বাসসূত্র বাইবেলের শিক্ষার বিপরীতে মতবাদ দেয়, সেগুলিকে অবশ্যই বাদ দেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে রোমান ক্যাথলিক সভার বিশ্বাসসূত্রের কথা মনে পড়ে, যেটি বাইবেলের শিক্ষার বিপরীত, যা কেবলমাত্র এই শিক্ষা দেয় না যে, পোপ হল পৃথিবীতে খ্রীস্টের প্রতিনিধি, পাশাপাশি এও শিক্ষা দেয় যে, জীবিত ও মৃতদের সুবিধার জন্য প্রভুর ভোজের সময় খ্রীস্টের বলিদানকে পুনরাবৃত্তি করার ক্ষমতা পুরোহিতের রয়েছে। বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি যখন শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় না, তখন তা মণ্ডলীর কাছে বিপদজনক হয়ে ওঠে। প্রকৃত বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি শাস্ত্রীয় মতবাদের প্রতিধ্বনি ও পুনরাবৃত্তি করে, এবং সেইজন্য সেগুলি বাইবেলেরই অধীন। যখন সেগুলি শাস্ত্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সরিয়ে দেয়, তখন তা মণ্ডলীর জন্য বিপদজনক। খ্রীস্টের মণ্ডলী সোলা স্ক্রিপচুরা – কেবলমাত্র শাস্ত্রকে মেনে চলে।

মণ্ডলীর কাছে কেন বিশ্বাসসূত্র থাকবে তার আরও একটি কারণ রয়েছে। মণ্ডলীর দায়িত্ব হল সত্যকে ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করার। প্রেরিত পৌল তীমথিকে সতর্ক করেছিলেন, "তুমি আমার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছ, সেই নিরাময় বাক্যসমূহের আদর্শ খ্রীস্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর" (২তীমথি ১:১৩)। ১তীমথি ৬:২০ পদে তিনি বলেছেন, "হে তীমথিয়, তোমার কাছে যাহা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা সাবধানে রাখ; যাহা অযথারূপে বিদ্যা নামে আখ্যাত, তাহার ধর্ম্মবিরূপক নিঃসার শব্দাড়ম্বর ও বিরোধবাণী হইতে বিমুখ হও;"। পৌল মনে করতেন যে, খ্রীস্টিয় শিক্ষার এক মান রয়েছে, খ্রীস্টিয় মতবাদ রয়েছে, এবং সত্যের অংশ রয়েছে যা ঈশ্বর মণ্ডলীকে মতবাদের আকারে ধরে রাখতে দিয়েছেন। যখন আপনি জিজ্ঞাসা করেন, মণ্ডলী কী? কোন বিষয় মণ্ডলীকে মণ্ডলী করে তোলে? পৌল বলেন মণ্ডলী হল "সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি" (১তীমথি ৩:১৫)। পৌল এখানে মণ্ডলীকে সত্যের স্তম্ভ ও ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মণ্ডলীর দায়িত্ব হল সত্যকে সমর্থন করা ও রক্ষা করা। সে (মণ্ডলী)

এটিকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছে, তাই সে তার ইচ্ছামতো এটির পরিবর্তন করতে পারে না। পরিবর্তে, সে সেই সত্যকে ঈশ্বরের গৌরব এবং মানুষের ভালোর জন্য পবিত্র সম্পদ হিসাবে তুলে ধরবে এবং তাকে রক্ষা করবে। যদি তা করতে সে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে আর কখনও ঈশ্বরের পরিবার হিসাবে থাকবে না। যেহেতু ঈশ্বর সেই সত্যকে মণ্ডলীর কাছে দিয়েছেন, সেহেতু মণ্ডলী সেই সত্যের মানদণ্ড ধরে রাখতে বাধ্য। ঈশ্বরের বাক্যের সংস্পর্শে থেকে, তার সঙ্গে কোনও কিছু যোগ বা বিয়োগ না করে মণ্ডলী তা করে থাকে। যখন সে শাস্ত্রকে কলুষিত বা পরিত্যাগ করে, তখন সে সত্যের স্তম্ভ হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

এছাড়া ভুল ও ভ্রান্ত শিক্ষার হাত থেকে সেই সত্যকে বাঁচাতে মণ্ডলী বাধ্য। প্রেরিতদের কাছে এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করত, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর সেই সমস্ত নেতাদের কাছে ভ্রান্ত শিক্ষার উত্থান একটা ক্রমাগত উদ্বেগের বিষয় ছিল। খ্রীস্টবিশ্বাসের শুরু থেকেই মণ্ডলীতে ভ্রান্ত শিক্ষক ছিল, যারা খ্রীস্টের ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের উপরে মতবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিল, এছাড়া তারা বিনামূল্যের সুসমাচার ও বিধান পালনের দ্বারা পরিত্রাণ যিহূদীদের এই তত্ত্বের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়েছিল।

তাই সত্যকে তুলে ধরার জন্য, মণ্ডলী বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তিগুলিকে তৈরি করেছে, যাতে বাইবেলের সত্যকে রক্ষা করা যায় ও সংরক্ষণ করা যায়। ইতিহাস বলে যে, মণ্ডলী সবসময় বিশ্বাসসূত্রের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। ভ্রান্তি এবং ভ্রান্ত মতের ব্যাপকতা, মণ্ডলীকে আরও নির্দিষ্ট উপায়ে সত্য প্রকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত মতের মোকাবিলা করতে বাধ্য করেছিল। মণ্ডলীতে বিশ্বাসসূত্রের প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে।

বিশ্বাসসূত্রের মাধ্যমে মণ্ডলী মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে খ্রীস্টিয় বিশ্বাসকে রক্ষা করে থাকে। খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর প্রথম দিকে, মণ্ডলীর শত্রুরা গুজব রটিয়েছিল যে, খ্রীস্টবিশ্বাসীরা রোমীয় সীজারের সাম্রাজ্যকে উৎখাত করতে চায়। পৌল এবং তাঁর সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে যখন থিষলনীকিয়তে রোমীয় সম্রাটের কর্তৃত্বকে খর্ব করার অভিযোগ করা হয়েছিল, তখন সুসমাচারের শত্রুরা বলেছিল যে, “আর ইহারা সকলে কৈসরের বিধিকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বলে, যীশু নামে আর একজন রাজা আছেন” (প্রেরিত ১৭:৭)। এইভাবে শাসকরা ভুল ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিল যে, খ্রীস্টিয় মণ্ডলী সরকারকে উৎখাত করতে চায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে মণ্ডলী যা বিশ্বাস করে, তা সরল ও নির্দিষ্ট শব্দে প্রকাশ করা আবশ্যক হয়ে উঠেছিল।

পুনর্জাগরণের সময় নেদারল্যাণ্ডেও এই ধরনের অবস্থা হয়েছিল। মণ্ডলী যে রাজা এবং সরকারের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে, তা সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য মণ্ডলী একটি বিশ্বাসসূত্র তৈরি করেছিল, যেটিকে আজকে আমরা বেলজিক বিশ্বাসসূত্র নামে জানি। শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে এটিতে সরকারের আহ্বান এবং কাজ হিসাবে মণ্ডলী যা বিশ্বাস করত, তা তৈরি করা হয়েছিল, তাছাড়া খ্রীস্টবিশ্বাসীদের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছিল। এটা পরিস্কার করা হয়েছিল যে, যীশুকে রাজা হিসাবে বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় যে, খ্রীস্টবিশ্বাসীরা শাসকের বাধ্য থাকবে না। ঈশ্বর তাদের উপরে যাদেরকে দিয়েছেন, তাদের বাধ্য থাকার শিক্ষা খ্রীস্টবিশ্বাসীরা বাইবেল থেকে শিখেছিল। আমরা রোমীয় ১৩:১ পদে পড়ি, “প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষদের বশীভূত হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপিত ব্যতিরেকে কর্তৃত্ব হয় না; এবং যে সকল কর্তৃপক্ষ আছেন, তাঁহারা ঈশ্বর-নিযুক্ত”। এটা তাৎপর্যযুক্ত যে, পৌল এখানে খ্রীস্টিয় সরকারের কথা নয়, কিন্তু রোমীয় সরকারের কথা বলছেন। যাই হোক না কেন, বাইবেল কখনও কোনও খ্রীস্টবিশ্বাসীকে তাঁর আশীর্বাদের আজ্ঞা বা খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের বিপরীতে কিছু করতে বাধ্য করে না। যখন তা করতে আমাদেরকে জোর করা হয়, তখন আমাদের উচিত মানুষের থেকে ঈশ্বরের প্রতি বেশি বাধ্য থাকা, যেমন আমরা প্রেরিত ৫:২৯ পদে পড়ি, “কিন্তু পিতর ও অন্য প্রেরিতগণ উত্তর করিলেন, মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে”।

বিশ্বাসসূত্র দরকারি। সেগুলি সেই আত্মিক কর্তৃত্বের প্রকাশ, যেগুলি ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে দিয়েছেন। খ্রীস্টের আদেশ হল: “অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর” (মথি ২৮:১৯)। ঈশ্বর মণ্ডলীকে তাঁর বাক্যের যোগাযোগকারী হওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। মণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্যের

ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরের সত্যতার বিষয়ে শিক্ষা দেয়। প্রচারের মাধ্যমে মণ্ডলী বাক্যের ব্যাখ্যা করে থাকলেও, পাশাপাশি বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তির দ্বারাও তা ব্যাখ্যা করে।

উপরের বিষয়গুলি যখন আমরা দেখি, তখন প্রভু আমাদেরকে যে সমস্ত যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তি দিয়ছেন, সেগুলির জন্য প্রভুর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অতীত সময়ে মণ্ডলীর শ্রম, বর্তমানের মণ্ডলীকে বিবৃতি এবং বিশ্বাসসূত্র তৈরিতে সাহায্য করে, যা শাস্ত্রের মূল সত্যকে তুলে ধরে, এবং ভুল ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। আমরা যেন আমাদের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা না করি। খ্রীস্টবিশ্বাস আমাদের দিয়ে শুরু হয়নি। আমরা পুরুষ ও নারীর এক বিস্তৃতি ঐতিহাসিক অগ্রগতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যারা অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টের পিতা ও ঈশ্বরকে স্বীকার করেছে।

বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক নামধারী খ্রীস্টবিশ্বাসী বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলিকে মানুষের তৈরি ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় মতের প্রকাশ বলে মনে করে থাকে। সেগুলি কত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাইবেলগত সত্যের ব্যাখ্যা, তা তারা বোঝে না। বিচারকর্তৃগণের সময়ে আমরা পড়ি যে, “তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না; যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভালো বোধ হইত, সে তাহাই করিত” (বিচারকর্তৃগণ ২১:২৫)। এটি আত্মিক অরাজকতার বিষয়কে বর্ণনা করে। বর্তমানে আমরাও একই অরাজকতার দ্বারা চিহ্নিত। এটি কেবল জগৎকে নয়, কিন্তু মণ্ডলীকেও চিহ্নিত করে। বর্তমানের বিষয় হল, আমি আমার মতো করে বাইবেলকে ব্যাখ্যা করি। আমার মানানসইমতো আমি সেটাকে বিশ্বাস করব। বাইবেলের সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য আমার কোনও বিশ্বাসসূত্র বা স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকের অধিকার আছে তার নিজের মতো করে বাইবেলকে ব্যাখ্যা করার এবং তার নিজের মতো করে বিশ্বাস করার। যখন কারোর বিশ্বাসের বিষয় আসে, তখন এই ধরনের মানুষেরা উচ্চ পর্যায়ের সহনশীলতার উপর জোর দেয়। যারা এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তাদের কাছে বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তি জনপ্রিয় হবে না। যারা মণ্ডলীর বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলির বিরোধিতা করে, তারা প্রায়শই একটি গোপন বিষয় রাখে। তারা মণ্ডলীর বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তিগুলিতে উল্লিখিত মতবাদগুলির প্রতি ঘৃণা করে, কারণ ঈশ্বর, খ্রীস্ট, বিশ্বাস এবং পরিত্রাণ সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব ধারণা রয়েছে। “কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু বাইবেল” - এই নীতিবাক্যটি প্রায়ই ভুল ও ভ্রান্তি ঘোষণা করার স্বাধীনতার একটা অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মণ্ডলীর বিশ্বাসসূত্রের প্রতি এই ধরনের বিরোধিতা প্রায়ই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষ সমর্থন করে। এই ধরনের ব্যক্তিরা কোনও বিশ্বাসসূত্র চায় না, কারণ তারা নিজেদের বিশ্বাসসূত্র তৈরি করেছে। এইভাবা তারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর মণ্ডলীকে যা দিয়েছেন, সেগুলিকে তুচ্ছ করে।

বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং সেগুলি মণ্ডলীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ – এবং বিশেষ করে বর্তমান সময়ে। পুরানো ভুল এবং ভ্রান্তগুলি সবসময় নতুন পরিচ্ছদে আবির্ভূত হয়। সেইজন্য এমন ভ্রান্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মণ্ডলী কী বলেছে, সে সম্পর্কে মনোযোগী এবং সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ভুল ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্রগুলি প্রায়ই মণ্ডলীর বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তির অস্ত্রাগারের মধ্যে পাওয়া যায়। এটি আমাদের পূর্বপর্তী প্রজন্মগুলির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য।

বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি আমাদেরকে বাইবেলের মৌলিক সত্যতা থেকে দূরে নিয়ে যায় না, এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলির সাথে এক করে রাখে। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত মণ্ডলী একই সত্য স্বীকার করে, বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি সেগুলির একত্রীকরণের কারণ। তারাই সেই বাঁধন যা সমগ্র বিশ্ব মণ্ডলীকে বেঁধে রাখে। যুগ যুগ ধরে এগুলি, বিশেষ করে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র খ্রীস্টিয় ঐক্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাচ্যের মণ্ডলী, পাশ্চাত্যের মণ্ডলী, প্রটেস্ট্যাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক, ব্যাপ্টিস্ট এবং অন্যান্য ডিনোমিনেশনগুলি প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে স্বীকার করেছে। আর তাই আমরা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রকে খ্রীস্টবিশ্বাসের বিশ্বাসসূত্র হিসাবে জানি ও স্বীকার করি।